আলোকশিখা জ্বালোক জানে

অভিমন্যু দেবগৌড়া অনির্বাণ সেনগুপ্ত

১৪২৪

সালোক প্রকাশনী

আলোকশিখা জ্বালোক জানে

অভিমন্যু দেবগৌড়া অনির্বাণ সেনগুপ্ত

সালোক প্রকাশনী

AALOOWKSHEEKHA JAALOOWK JAANE

BY ABHIMANYU DEVEGOWDA ANIRBAN SENGUPTA

ISBN 978-93-5291-207-0

Typesetting in the India by Salok Publishers

The Salok Publishers, B. B. D. Street, Bholardabri, Alipurduar, West Bengal, India 736123

Published on 3rd December 2017

Editor: Bivashkanti Guptabakshi

Prize: 49.00 /-

আলোকশিখা জ্বালোক জানে

অভিমন্যু দেবগৌড়া অনির্বাণ সেনগুপ্ত

সালোক প্রকাশনী

বিনয় বাদল দীনেশ সরণী, ভোলারডাবরী, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭৩৬১২৩

প্রথম প্রকাশঃ ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৪২৪

সম্পাদকঃ বিভাষকান্তি গুপ্তবক্সী

মূল্যঃ ৪৯.০০ /-

প্রকাশকের কথা

একথা স্বভাবতই মনে জাগা স্বাভাবিক বাংলা বই-এর গ্রন্থের সংস্করণের অভাব নেই। বিশেষ করে কয়েক শতক ধরেই বাংলার বিভিন্ন গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ বেরিয়েছে। তাছাড়া আছে বিশ্বভারতী প্রকাশিত সংস্করণ। তবে কেন জালাধান ব্যবস্থায় আর একখানি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশের প্রয়াস! এক্ষেত্রে আমাদের সামান্য বক্তব্য আছে। ১৯৯৬ থেকে ২০১৭ – এই দীর্ঘকাল পর্যায়ে পাঠকের রুচি বদলের নানাবিধ কারণ ঘটেছে। আজ আমরা পৌঁছে গেছি এমন এক শতাব্দীতে, যেখানে আবেগ থেকে যুক্তি বড়, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অব্যাহত। কিন্তু মানুষরূপী, চিন্তাবিদ, সমাজ ও সংস্কৃতির দিগন্ত বিস্তৃত পটভূমিকায় কবির মানসিকতার বিস্ময়কর প্রকাশ অষ্টাদশ শতকে লুকিয়ে থাকা নতুন চিন্তার খোরাক যোগায়। কবির রচনা সমগ্রের মণিরত্ন খুঁজে এমন কিছু রচনা নির্বাচিত করা হয়েছে, যা আরও কয়েক শতাব্দী পাঠককে সঞ্জীবিত রাখবে। আজ আর সাহিত্য সমান ভাবে পাঠককে আকৃষ্ট করে না। সে কারণে আমরা চেষ্টা করেছি, একালের পাঠকের উপযোগী প্রাচীন ও আধুনিক উভয়ধারার রচনা সংকলন প্রকাশের। বর্তমান সংকলনে নির্বাচিত লেখাগুলি বাদেও, আছে আরও বেশ কিছু রচনা, যা বর্তমানে গ্রন্থভুক্ত করা সম্ভব হল না। সাহিত্য নিয়ে যে অসংস্কৃত ব্যবসায়িক উদ্যোগ প্রবল হয়ে উঠেছে, সেই ঘোলা জলে গা ভাসিয়ে দেওয়ার বীরুদ্ধে আমরা। ব্যবসায়িক সাফল্য নয়, পরিশুদ্ধ সাহিত্য একালের পাঠকের হাতে পৌঁছে দিতে আমরা আগ্রহী। সহৃদয় পাঠক কোনো প্রকার ত্রুটি জানালে পরবর্তী সংকলনে সংশোধন করা হবে।

২৮শে ভাদ্র ১৪২৪

সালোক প্রকাশনী

সূচীপত্র

অনুরণন

একটি কবিতার বুক থেকে

যখন শব্দের উলঙ্গ আর্তনাদ

আর ছন্দের চিৎকারই কেবল

উচ্চারিত হতে থাকে,

তখন আমাকে যতই লিখতে বলা হোক না কেন!

কেউ বলতে পারবে না

আমি কোনো লেখাকে পেশা বানাচ্ছি।

বিষয়হীন লেখা নয়। আর এসব লিখবো না।

কাল সারা রাত আমি

পৃথিবীটাকে ইচ্ছে মতো ঘুরে ঘুরে দেখেছি,

সারা রাতের স্বপ্নে।

দেখেছি সত্য বলা এখন পাপ,

লেখায় যদি রক্ত ওঠে!

চারিদিকে শত্রু, নেতাদের চোখে ঘুম নেই,

মুখে আছে শুধু রক্তবমি।

মুখে যদি আমার রক্ত ওঠে,

লেখা তো আগুনের মতো হবেই।

যদি তুমি লিখতে না জানো!

পড়ার মন্ত্র ভুলে গিয়ে থাকো!

তোমার লেখা তাহলে মরুভূমি।।

৫ই অগ্রহায়ণ ১৪২৪

খনিজ যন্ত্রণা

সমাজের সারস হাঁটে প্রভাতের তীব্র বিস্ফোরণ

মন্থর সন্ধ্যায় একাকী আমার হৃদয়, শিশিরের শব্দের মত

সময়ের শরীরে জ্বর নিয়ে পশিল অনুভূতি।

শত কোটি নগ্ন মানুষের খিদের জ্বালায়

দেশে তুলকালাম জ্যোৎস্নার ঝিলমিল অন্ধকার

যখন চেয়ে থাকে দারুচিনির দ্বীপের ভিতর

অবিরত প্রভাত পাখির একটা গান শুনতে,

আশ্চর্য ভাতের গন্ধে সারা রাত জেগে থাকে

কাঁচ কাটা হীরের মত তাঁদের উজ্জ্বল স্বপ্ন

ভেঙে যায় ভোরের বাতাসে ভাসা কুয়াশার ক্যানভাসে।।

৬ই অগ্রহায়ণ ১৪২৪

অবশ্যম্ভাবী

চোখে না দেখা ধোঁয়ায় কণা

করছে সর্বসহ পৃথিবীর চিমনিটাকে

ছেঁড়া আকাশের নীচে, ট্রামে- বাসে চড়া

বিমর্ষ মানুষের ভিড়ে,

কারা যেন যাযাবরের মতো

পথে পথে নিঃশব্দে ঘোরে,

অন্ধ চোখ চেয়ে দেখে শুধু পৃথিবীর চিমনিটাকে।

শিক্ষার বীজ আজও এক ফোঁটা জলের অপেক্ষায়

হাসতে হাসতে সেই বেআদব চেয়ে দেখে

ধ্বংসের ক্ষয়রোগে শিক্ষিত নপুংসক মানুষের ভিড়ে

জেগে ওঠা কনকাবতার জিগীষাকে

সর্বস্বান্ত পৃথিবীটার যাবজ্জীবনের শেষ পাতায়

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো তৈরি হওয়া সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস

ছিদ্রান্বেষী বন্য পশুগুলোর ভিড়ে এ' কোন সব্যসাচী?

পৃথিবীটা নাকি জানতো বোধহয়!

রাতকানা যুধিষ্ঠির একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে জন্ম হবে

নতুন রূপে আকাশগঙ্গার কোলে।।

৭ই অগ্রহায়ণ ১৪২৪

পারিপার্শ্বিক ক্ষরণ

অন্ধকার থেকে অন্ধকার

এই যে চলে যাচ্ছে বাংলা সাহিত্য,

বাংলার মুখ কিন্তু হয়নি এখনও বাংলার ৫- এর মতন।

আমি থেমে যাই না,

যতই জঞ্জাল আমার চারপাশে জমুক

আমি অন্ধকার ঠেলে হাঁটতে শিখেছি

মোদ্দা কথা, ব্যাকরণের জায়গা নেই আর।

বাংলার ফ্ল্যাটে আজ মূর্খের সংসার

ছাপাখানায় ছাপছে রক্ত মাখা কাপড়

তোমরা তবু দ্যাখো, তোমাদের কাজ শুধু দেখে যাওয়া

দাঁত পড়বার আগেই নোবেল পেয়ে যাচ্ছে

কবিদের চিন্তায় দেখছি ছানি- পড়ে গেছে,

আমি ভাবছি, যা দেখছি তা সত্যি দেখছি কি না

মধ্যবিত্ত বাঙালি ছেলে বলে কি চুপ করে ঘুমিয়ে থাকবো?

সাহেবি সাহিত্যে দেখি সবাই লাইন দিয়েছে

হয়তো বাংলা সাহিত্যের মুখাগ্নি করবে।।

৮ই অগ্রহায়ণ ১৪২৪

গীতসুধা

আমরা গানের ভেলায় ভেসে ভেসে

সামনের সীমানা পার হয়ে

সুরের পথগুলো ছড়িয়ে যেতে যেতে
চলবো নিয়ে আমাদের গীতসুধা।

দুরন্ত পাহাড় থর থর করে কেঁপে ওঠে

আমাদের হৃদ- স্পন্দনে,

গানের ভাষা যেন উর্বর করে

অসমের দরজার বাইরে পড়ে থাকা মাটিকে,

গানের ভাষা দিয়ে আমরা নিবিড় সুর ভাসাই

রোমাঞ্চিত সমতল যাতে গান গেয়ে ওঠে,

আমরা চলবো নিয়ে আমাদের গীতসুধা।

আমরা হীরের মতো উজ্জ্বল, সূর্যের মতো জ্বলন্ত

রক্তরসের মতো আমরা প্রবাহিত হই,

বাংলাকে ফুটিয়ে তুলব বলে,

জল নড়ে না একটুও

ছায়া দোলে না কোথাও

নিস্পন্দ মাটি থেকে গীতসুধার ফোয়ারার উঠবো আমরা

চলুক আমাদের গীতসুধা এইভাবেই।।

৯ই অগ্রহায়ণ ১৪২৪

সমাজবিধি

আজ বিকৃত কাজের ফাঁদে, পায়ে শব্দ শুনতে পাও?

নিযুক্ত নগ্ন পায়ে মহাসংগীত, সাত সাগরের তীরে

যে বিশাল সিঁড়ি আকাশের দিকে চেয়েছে উঠতে,

তার তলায় প্রতিফলিত হওয়া সেই পায়ের শব্দ?

কাঠের টুলে নিঃসঙ্গ জনতা আছে থেমে স্তব্ধ হয়ে

ভাবছে তাঁদের জীবনে নেই জ্বলন্ত মৃত্যু,

তাঁদের স্বভাব বসে বসে নিভে যাওয়া,

হয়তো এই ফ্যাকাশে রুগ্ন অবস্থার নামই সমাজ!

১০ই অগ্রহায়ণ ১৪২৪

চির নিখোঁজ

যেসব হারানো পথ আমাকে টানে –

শিক্ষার কেরোসিনের ওপরে ভাসা,

শান্ত মানুষের পায়ে পায়ে

উড়ে যাওয়া মরুর বালি,

বাতাসে মিশে ছড়িয়ে যাচ্ছে পান জরদার উগ্র সুবাসে।

জ্ঞান হারিয়ে গেছে বড়বাজারের বুকচাপা গলিতে

নোংরা রুগ্ন ব্যবসাগুলির নেশায়

মানুষ আজ ফিনফিনে বরফগলা কাদায়

নরকের পথে রিক্সা চালাচ্ছে ।।

১১ই অগ্রহায়ণ ১৪২৪

বর্তমান

নবকুরুক্ষেত্রের মতো চলছে আজ আমাদের পৃথিবী,

লক্ষ লক্ষ মানুষ যেখানে মরে কেবল রাজনীতির জালায়।

যেখানে উচ্চবিত্ত জনতা তেলের কুয়ো কিনে

দুর্নীতি ছড়িয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে উড়ে যায় কাপড় অন্ন নিয়ে প্লেনে।

যেখানে সাধারণ ঘরের ছেলে- মেয়েরা সময়টুকু পায় না

দিনের আলোয় সূর্য দেখবার, তাই হয়তো রাতের আকাশের সাদা রোদ,

তাঁদের অন্ধকার রূপসী শহরটারে তুলে ধরে চোখের সামনে।

শিশুগুলো শিউরে ওঠে মাঝরাতে হওয়া পিকনিকের বেসুরে,

তাঁদের দুই কানে বাজে শুধু কালি- ঢালা রাতের কান্না।।

১২ই অগ্রহায়ণ ১৪২৪

মুহূর্ত

মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখা যায়

ভিড়ের ভিতর থেকে ভাষার থালা বাজাতে বাজাতে

বেরিয়ে এসেছে এক কালজয়ী লেখা,

লেখার উপরে জ্বলছে অনাদি বাংলার আকাশ

সেটাও বুঝি পছন্দ নয় মানুষের,

কবিতার শেষ লাইনে ঠোকর মেরে ওরা

নিন্দা করে নতুন লেখাগুলিকে।

রাগের জ্বালায় পুড়তে পুড়তে যখন আর

থামাতে পারে না নিজের অহংকার,

তখনই তৈরি হয় দ্বন্দ্ব।।

১৩ই অগ্রহায়ণ ১৪২৪

দূরদৃষ্টি

ওরে ভাই,

অন্ধকার কি দেখা যায় মানচিত্রে?

গুগল ম্যাপে খুঁজে পাবে না সেই অন্ধকার।

চারপাশে কেবল দেখতে পাবে আনন্দের উল্লাস,

শত শত মানুষ দেখবে ফেসবুকে ঢুকে সময় চাবাচ্ছে।

সেলফিতে মাঝে মাঝে দেখা যায়,

মেঘের পাঁচিলের উপরে লাফিয়ে ওঠা সূর্যকে।

স্যাটেলাইটে ধরা পড়ে না সেই অন্ধকার

দেখবে একদিন বাংলা ধর্ষণে অস্কার পাবে।।

১৪ই অগ্রহায়ণ ১৪২৪

শব্দ

শিউরে ওঠে আমার শরীর

সারা দিন সূর্যের বিবর্ণ নোংরা আলো

যা দূষণে দূষিত হয়ে যাচ্ছে,

চেতনার নির্বোধ দেয়ালে

মানুষের থেমে যাওয়া চিন্তায়

সমাজ সংসারে বাংলাই বা কি লিখবে?

অর্ধেক রাতের শীতল ঘোষণায়

আবারও যখন কোনো নারীকে অপবিত্র করা হবে,

আর খবরের ধোঁয়া নেমে আসবে ভোরের শিশির হয়ে।

তখন উলঙ্গ সাংবাদিকরা সন্ধ্যারাতের কবিতা লিখবে,

সেই কবিতা প্রকাশ হবে অন্ধ জনতার চোখে,

আর জনতা জলের জেলখানা থেকে পৃথিবীটাকে নরক বলে মনে করবে।।

১৫ই অগ্রহায়ণ ১৪২৪

‘আলোকশিখা জ্বালোক জানে’ কাব্যগ্রন্থের সমগ্র কবিতার বিষয় প্রতিবাদী ভাবধারায় বর্ণিত হয়েছে। কবির বিশ্বাস ‘প্রাসঙ্গিক আধুনিকতা’ সাহিত্যের অন্তরেই নয় বরং এ বিশ্বের সমগ্র বিষয়কেই প্রভাবিত করে। যে কর্মে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিকতা ফুটে ওঠে না, সেই সকল কর্ম যেমন মূল্যহীন, ঠিক তেমনিই সেই বিজ্ঞানসম্মত আধুনিকতায় যদি প্রাসঙ্গিকতা না থাকে তবে তার কোনো অর্থই থাকে না। কবির সাহিত্য আন্দোলন এই ‘প্রাসঙ্গিক আধুনিকতা’র সপক্ষে।

সালোক প্রকাশনী